বাংলা বিভাগ, শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

Subjective Type Question & Answer for 4th Semester, 2020 (B.U Exam.)

Prepared by
Dr. Ajoy Saha
Astt. Prof. of Bengali

CC – 10 : বিষয় : নীলদর্পণ

বিষয়ভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : প্রকৃত ট্রাজেডির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও 'নীলদর্পণ' সার্থক ট্রাজেডি হয়ে উঠতে পারেনি – এর কারণগুলি আলোচনা কর।

অথবা,

'নীলদর্পণ' একটি করুণ রসাত্মক নাটক, ট্রাজেডি নয় - প্রমাণ কর।

অথবা,

'নীলদর্পণ' ট্রাজেডি না হয়ে মেলোড্রামা হয়ে উঠেছে – আলোচনা কর।

উত্তর : সাহিত্যের এক বিশেষ শিল্পরূপ হল ট্রাজেডি। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম এবং সমাধানহীন অন্তর্দ্বন্দ্বে নায়কের জীবনে যখন চরম দুর্বিপাক নেমে আসে, আর এই বিপর্যয়ের গভীর যন্ত্রণায় তাকে অবিরত পীড়িত হতে হয় কিংবা পতন ঘটে, তখন তাকে ট্রাজেডি বলে।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের বিষয়বস্তু ও ঘটনার মধ্যে সার্থক ট্রাজেডি সৃষ্টির সম্ভাবনা বর্তমান। একটি সম্পন্নমুখী পরিবারের উপর প্রবল প্রতাপশালী নীলকরের অত্যাচারে দুর্যোগের ঝড় নেমে এসেছে। বৃদ্ধ গৃহকর্তা মিথ্যা মামলায় কয়েদ হলেন এবং অপমানের জ্বালায় আত্মহত্যা করলেন। পরিবারের পরোপকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকরদের সীমাহীন অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে লাঠির আঘাতে প্রাণ হারালেন। পরিবারে এই মর্মান্তিক ঘটনা ব্যাপক প্রভাব ফেলল। শোকে-দুঃখে গৃহিণী পাগলিনী হয়ে গেলেন - এই বিষয়বস্তুর মধ্যে সার্থক ট্রাজেডির সম্ভাবনা অবশ্যই বর্তমান। কিন্তু নাট্যকাহিনি শুধুই করুণ রসাত্মক নাটক হয়ে উঠেছে – সার্থক ট্রাজেডি হয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের বিচারে এর কারণগুলি হল –

প্রথমত : নাটকে আছে দুটি অসম শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। প্রবল প্রতাপশালী নীলকরের কাছে সাধারণ কৃষক ও প্রজারা শুধুই নির্যাতিত হয়েছে। প্রতিযোধের কোনও চেষ্টা দেখানো হয়নি। ফলে ট্রাজিক রস দুর্বল হয়ে পড়েছে। ক্ষেত্রমণির মধ্যে আত্মরক্ষার সংগ্রামের যে

পরিচয় আছে, তাতে ট্রাজেডির বীজ থাকলেও তাতে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নেই। কারণ ক্ষেত্রমণি নাটকের প্রধান চরিত্র নয়। সে কোনও ভাবেই মূল নাট্যকাহিনি কে নিয়ন্ত্রণ করেনি।

দ্বিতীয়ত : নাটকের প্রধান চরিত্র নবীনমাধব। তিনি স্বার্থান্বেষীশূন্য, পরোপকারী, উদারহৃদয় ও কর্তব্যপরায়ণ এক আদর্শ যুবক। কিন্তু চরিত্রটির মধ্যে নাট্যকার কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারেননি। চরিত্রটির মধ্যে কোনও ট্রাজিক ভ্রান্তি নেই। তাছাড়া নবীনমাধবকে নাট্যকার আদর্শলোকের চরিত্র করে তুলেছেন। ক্ষেত্রমণি উদ্ধার দৃশ্যে তোরাপ অত্যাচারী রোগসাহেবকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করলেও নবীনমাধব তাকে বিরত করে বলেছেন – "ওরা নির্দ্দয় বল্যে আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়" ; নিষ্ঠুর ও পাশবিক ধর্ষণকারীকে ধর্মবাণী শুনিয়েছেন, "রে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্ম্মের জিতেন্দ্রিয়তা ?" - এটা নায়কোচিত নয়।

তৃতীয়ত : মৃত্যুর বাড়াবাড়ি নাটকটিকে সার্থক ট্রাজেডির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ট্রাজেডিতে মৃত্যু থাকতে পারে, কিন্তু অনাবশ্যক ও কার্যকারণহীন মৃত্যুর বাড়াবাড়ির ফলে নাটকটি মেলোড্রামা বা অতিনাটকীয়তার পর্যায়ে চলে গেছে। মিথ্যা মামলায় কয়েদ হওয়ার অপমানে গোলোক বসুর আত্মহত্যা ; রোগসাহেবের রোগসাহেবের অত্যাচারে গর্ভপাত হয়ে ক্ষেত্রমণির মৃত্যু ; নীলকরের নির্যাতনে নবীনমাধবের মৃত্যু – এগুলির একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু পাগলিনী সাবিত্রী যখন পুত্রবধূ সরলতার গলায় পা দিয়ে হত্যা করেন এবং তাতে সরলতার আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টা না করায় আমাদের মনে ভীতি ও করুণার পরিবর্তে অবিশ্বাস ও হাসির উদ্রেক করে। এর পর আবার চেতনা ফিরে পেয়ে সাবিত্রীরও মৃত্যু ঘটে। তাই শেষ দৃশ্যটি নাট্যকার মৃত্যুদেহে ভরিয়ে তুলেছেন। ফলে পরিণতি বিয়োগান্তক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ট্রাজেডি হয়ে ওঠেনি।

তাই দেখি 'নীলদর্পণ' নাটকে প্রকৃত ট্রাজেডির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ঘটনাসজ্জায় তা ট্রাজেডি না হয়ে করুণ রসাত্মক নাটক হয়ে উঠেছে। আসলে নিপুণ ও নিটোল শিল্পসৃষ্ট দীনবন্ধুর লক্ষ্য ছিল না। সমকালে নীলকর সাহেবরা দেশীয় কৃষক ও প্রজাদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার করতেন, সেই নির্যাতনের চিত্র নাট্যকার দৃশ্যের পর দৃশ্য সংযোজিত করে পাঠক ও দর্শকের মনে সাহেবদের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা ও উত্তেজনা সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। তাই নাট্যকার করুণ রস সৃষ্টিতেই বেশি জোর দিয়েছেন। আর সেই উদ্দেশ্যে তিনি সফলও হয়েছেন।

****

Prepared by Dr. Ajoy Saha Astt. Prof. of Bengali, S.F.S Mahavidyalaya